বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
web: www.ecs.gov.bd
ফ্যাক্স : ৫৫০০৭৫৫৮, ৫৫০০৭৬১১

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৪.১৮-৭১৯

তারিখঃ ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ২৩ নভেম্বর ২০১৮

পরিপত্র-৭

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামা দাখিল, হলফনামার তথ্যসমূহ বাছাই এবং হলফনামার তথ্যাবলী প্রচার

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২ এর দফা (৩বি) অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামার মাধ্যমে ৮টি তথ্য ও কোন কোন তথ্যের সপক্ষে কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা যথাযথভাবে দাখিল করা হয়েছে কিনা এবং হলফনামার তথ্যসমূহ যথাযথ কিনা রিটার্নিং অফিসার তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলী ভোটারদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য প্রচারের সুবিধার্থে প্রার্থীগণের নিকট হতে হলফনামার মূল কপি ছাড়াও আরও দুটি ফটোকপি নিতে হবে। স্পষ্টীকরণের জন্য ৮ দফা তথ্য প্রদানের বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিতভাবে দেয়া হলো:

(১) প্রার্থী কর্তৃক অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটসহ উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম (এ ঘর খালি রাখা যাবে না, কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলে নিরক্ষর, স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, অষ্টম শ্রেণী পাশ ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে। তবে বাস্তবে এমনও হতে পারে যে সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট কোন প্রার্থীর কাছে নেই। সেক্ষেত্রে সর্বশেষ যোগ্যতা এমএ তবে সময়াভাবে তা সংগ্রহ করতে না পারায় বিএ পাশের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করা হলো- এভাবেও তথ্য দেয়া যেতে পারে);

(২) প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে কোন ফৌজদারী মামলা আছে কিনা;

(৩) অতীতে প্রার্থীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার রেকর্ড আছে কিনা, থাকলে তার রায় কি ছিল? (প্রার্থী সকল তথ্য প্রদান করবেন এটাই প্রত্যাশিত। তবে অতীতের মামলা সংক্রান্ত, বিশেষ করে অনেক পুরনো হলে, বিশদ তথ্য প্রার্থীর কাছে সঙ্গত কারণেই নাও থাকতে পারে। তাই চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়ে গেছে, বা খালাস পেয়েছেন এমন ক্ষেত্রে বিশদ তথ্য না দিতে পারার কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল করা হবে না। তবে দন্ডিত হয়ে থাকলে এবং তা উল্লেখ না করার বিষয় প্রমাণিত হলে মনোনয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না);

(৪) পেশার বিবরণী (বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে);

(৫) আয়ের উৎস বা উৎসসমূহ;

(৬) প্রার্থীর নিজের ও অন্যান্য নির্ভরশীলদের পরিসম্পদ ও দায় এর বিবরণী (উল্লেখ্য যে, যদি কোন প্রার্থী আয়কর দাতা হন এবং তিনি তাঁর রিটার্ন ও সম্পদের বিবরণী দাখিল করেন, তবে এ ঘরে সে তথ্য উল্লেখ করে বিস্তারিত বিবরণ না দিলেও গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ আয়কর রিটার্নের সাথে দেয়া সম্পদ বিবরণীতে সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ থাকে। আয়কর রিটার্নের কপি গেজেটেড কর্মকর্তা/আয়কর আইনজীবীর মাধ্যমে প্রত্যয়ন করলেও গ্রহণযোগ্য হবে);

(৭) ইতঃপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন কিনা এবং থাকলে ভোটারদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং এর কি পরিমাণ অর্জন সম্ভব হয়েছিল এ সংক্রান্ত তথ্যাদি (ইতোপূর্বে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকলেই কেবল এটি প্রযোজ্য হবে। কোন প্রতিশ্রুতি না থাকলে 'প্রতিশ্রুতি নেই' অথবা 'অর্জন নেই' ইত্যাদি লেখা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে);

(৮) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রার্থী কর্তৃক একক বা যৌথভাবে বা প্রার্থীর উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার সুবাদে ঐ সব প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ।

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd